অনুবাদ যখন নিরাময় ও প্রতিষেধক
আকবরের ‘মক্তবখানা’ এবং মহাভারতের ফারসি অনুবাদ

অনিন্দ্যশেখর পুরকায়স্থ

ইংরেজি থেকে অনুবাদ - সৌমী সেন

ভারতবর্ষে ফারসি সংস্কৃতি বা ফারসি সুফিয়ানার উদ্ভব কীভাবে হল, এই নিবন্ধে তা আমরা নতুন করে দেখব। সদর্থক মত-বিনিময়ের মাধ্যমে কেমন করে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন গড়ে ওঠে, কীভাবে বিভিন্ন ধারা একসঙ্গে মিশে যায়, কী করে সৃষ্টির সম্মিলন ঘটে; আর কীভাবে সেখান থেকে নতুন দিগন্ত খুলে যায়, ধর্মীয় আদানপ্রদান এবং সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি হয়; তা আমরা গভীরে গিয়ে চিন্তা করব। আমরা বোঝার চেষ্টা করব অনুবাদ কী করে সংস্কৃতির সেতু তৈরি করে, জ্ঞানের সারবস্তু গ্রহণ করতে আমাদের সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখব যে ফারসি ভাষায় মহাভারত অনুবাদের কাজে সম্রাট আকবর কীভাবে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিলেন। সুফিয়ানার আগমনের পর ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সাহিত্য ও দার্শনিক মতবাদের বিনিময় ঘটেছিল, যা সম্ভব হয়েছিল ভাষান্তর (transference) ও লিপ্যন্তর (transliteration)-এর মাধ্যমে। ফারসি সুফিয়ানা ও স্থানীয় সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরম্পরার আদানপ্রদানের মাধ্যমে কীভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়া ভেঙে পড়ল — সেই অভূতপূর্ব ঘটনার দিকে আমরা আলোকপাত করব। এই বিনিময় থেকে জন্ম হল বাউল, ফকির বা সহজিয়া সাধনার মতো নতুন, প্রথা-বহির্ভূত জ্ঞানমার্গের।

আমরা বিচার করব কেমন করে ভারত বা বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি মিশে গেল ফারসি ইসলামীয় ও শাস্ত্রীয় পরম্পরার সঙ্গে। এই জটিল মিথষ্ক্রিয়ার ফলে গড়ে উঠল মধ্যযুগের ও আধুনিক আঞ্চলিক সাহিত্য, তৈরি হল পরস্পরের সংস্কৃতি বিষয়ে বোধ। এই যাত্রায় পথ-নির্দেশ দিয়েছেন ধর্মতত্ত্বের বহু আলোচক — প্রথম দিকে পীর (পীর-সাহিত্য), বাউল, ফকির এবং প্রাক-আধুনিক যুগে কাজী নজরুল ইসলামের মতো প্রথা-ভাঙা ধর্ম-ব্যাখ্যাকারীরা।

মুঘল যুগে রাষ্ট্রের আনুকূল্যে অনুবাদের কাজ শুরু হল, তৈরি হল পারস্পরিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র। সেই প্রেরণাতে ১৫৮০-র দশকে স্থাপিত হল এক অসাধারণ কীর্তির নজির — সম্রাট আকবরের অনুবাদশালা বা ‘মক্তবখানা’। *মহাভারত*, *রামায়ণ*, *যোগবশিষ্ঠ*, *অথর্ববেদ* এবং আরও অনেক প্রাচীন ও মৌলিক ভারতীয় সাহিত্য অনুবাদ করানোর এক বিশাল সাহিত্যিক কর্মযজ্ঞ। এ বিষয়ে বহু পণ্ডিত কাজ করেছেন (রিজভি, ১৯৭৫; ট্রুশকে; উইলিস, ২০২২)। এঁরা সকলেই সংস্কৃতি ও সাহিত্য অনুবাদের এই

অত্যন্ত জরুরি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন।

এই প্রবন্ধে আমি এঁদের সু-আলোচিত রচনার কথা বলব, এবং আরও একবার এই অনুবাদকার্যের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আলোচনা করব। মুঘল শাসকরা অনুবাদকে কেবলমাত্র ভাষান্তর হিসেবে দেখেননি; তাঁদের কাছে এই কাজ ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংস্কৃতিকে ব্যবহারের এক বিশাল ও জটিল প্রচেষ্টা; সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার, ভারতে মুঘল শাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করার এক সার্বভৌম উদ্যোগ। চিরকালই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অনুবাদের কাজ হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে 'অনুবাদ সাহিত্য' নামে এমন অনেক নিদর্শন আছে।

সম্পূর্ণ দক্ষিণ এশিয়াতে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আগমন হয়েছে, তার ফলে পৃথিবীর এই দিগন্ত নানা ভাষা নানা সংস্কৃতির এক অনন্য মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই আদানপ্রদানে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সংস্কৃতি। এক পণ্ডিতের মতে, ফারসি ছিল : "prevailing *lingua franca* in Eurasia by the fifteenth century – with the Persophone population of South Asia being substantially larger than that in Iran itself" (কোস্টলি ও অন্যান্যরা, ২০২২, ১)।

ভারতে ফারসি ভাষার আধিপত্যের সূচনা চতুর্দশ শতক থেকে। সংস্কৃত থেকে আঞ্চলিক ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়া শুরু হয় দ্বাদশ শতক থেকে, যদিও তখনও সংস্কৃতের শাস্ত্রীয় ও প্রাচীন মর্যাদা অক্ষুণ্ণ। আকবরের সভাপণ্ডিত আবু আল-ফজল জানিয়েছেন যে মুঘল সম্রাটের পুস্তকাগারে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল (ওই, ৪)। ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে, পুরনো শাস্ত্রীয় সাহিত্যকে লৌকিক বা আঞ্চলিক ভাষায় ব্যাখ্যা করার ফলে সেইসব ভাষার প্রভাব বা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এও মনে রাখতে হবে যে ভারতে মুঘলদের আগমন বা ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগেই উত্তর ও মধ্যভারতে ভক্তিবাদের সূচনা হয়। ভক্তিবাদে হিন্দি বা ব্রজভাষার ব্যবহার হত, যে কারণে তুলসীদাস এবং আরও অনেকের ভক্তিমূলক রচনা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল; কিন্তু আশ্চর্য বিষয় এই যে এইসব আঞ্চলিক সাহিত্য ফারসিতে অনুবাদের যোগ্য বলে মনে করা হয়নি। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভারতের আঞ্চলিক সাহিত্যের ভাণ্ডার মুঘল শাসকদের মনে তেমনভাবে কৌতূহল সৃষ্টি করেনি। মুঘলদের, বিশেষ করে আকবরের, উদ্দেশ্য ছিল এক "unique Indo-Persian literature, drawing on the Sanskrit classics, most notably the Mahabharata" সৃষ্টি করার (ওই, ৮)।

১৫৮০-র দশকে আকবরের ''অনুবাদশালা" (মক্তবখানা)-র প্রতিষ্ঠা একটি বিশেষ ঘটনা। উল্লেখ করা উচিত যে এই বিপুল অনুবাদকর্মের পিছনে ছিল আকবরের "policy of 'Peace for All' and the implementation of Persian as the language of state from 1582" (ওই, ১০)। আকবরের অনুবাদশালা থেকে ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল দর্শন, লোককথা, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিতের বহু গ্রন্থ। ত্রয়োদশ শতকের আগে রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তক *যোগবশিষ্ঠ*, যা রামের কাহিনির একটি অন্য রূপ, আকবরের উদ্যোগে প্রথম অনূদিত হয়; পরে জাহাঙ্গীর আবার সেই কাজ করান এবং আরও পরে সপ্তদশ শতকে রাজকুমার দারাশুকো।

বোঝা যায় এইসব আঞ্চলিক ভাষায় লেখা গ্রন্থের কত গুরুত্ব ছিল। তাছাড়া অনুবাদের মাধ্যমেই ভারতের বাইরে এদের বিস্তার এবং প্রচার হয়। বস্তুত এইসব অনূদিত গ্রন্থ পারস্যেও পাওয়া গেছে। আকবর বিখ্যাত পণ্ডিত-অনুবাদক ও ঐতিহাসিক আবু আল-কাদির বদায়ুনিকে *বত্রিশ সিংহাসন* অনুবাদ করতে অনুরোধ করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকে রচিত এই সংস্কৃত গ্রন্থ (*সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা*) রাজা বিক্রমাদিত্যের শাসনকালের কাহিনি, এরপর, আকবর বদায়ুনি ও শায়ক ভবন দুজনকেই আমন্ত্রণ করেন অথর্ববেদ — কাহিনি, স্তোত্র ও মন্ত্রের এক সংকলন ফারসিতে অনুবাদ করার জন্য। তবে এই অনুবাদকর্ম

শেষ করা যায়নি, কিছুদিন কাজ করার পর ১৫৮৩ সনে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য মক্তবখানার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যে কোনও গবেষণার জন্য প্রয়োজন সংগ্রহশালায় ব্যাপক সন্ধান এবং তার সঙ্গে পুঁথি ও সংরক্ষণের ইতিহাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান।

আকবরের অনুবাদকার্য ও সামাজিক ঐক্য — সংগৃহীত রচনা থেকে যা পাওয়া যায়

অনুবাদের কাজ ছিল আকবরের বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্যোগের একটি অংশ। বিশদে বললে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও মুঘল শাসনের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি। তাঁর নতুন রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে প্রতিষ্ঠিত ইবাদতখানা (পূজাগৃহ)-র ধারণার সঙ্গে যা এক ও অভিন্ন। আকবর চেয়েছিলেন এই ইবাদতখানা হয়ে উঠুক এক মিলনস্থল, যেখানে নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মতবাদের গুরু ও পণ্ডিতরা একসঙ্গে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক করবেন। অর্থাৎ আকবরের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ছিল সমাজের নানা অংশের মধ্যে, বিভিন্ন পরিচয়ের মানুষের মধ্যে, জ্ঞানের আদানপ্রদান এবং কথোপকথনের এক পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। আকবর মনে করতেন ভারতের মতো এক বৈচিত্রময় দেশে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও শত্রুতা বন্ধ করার বাস্তব-সম্মত উপায় হল পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা।

এই বাসনাকে কাজে পরিণত করতে আকবর স্থাপন করলেন নতুন এক সমন্বয়বাদী সংগঠন — দীন-ই-ইলাহী (ঐশ্বরিক বিশ্বাস)। সংগঠনটির জন্ম হল ১৫৮১ সনে। কাজেই বলা যায় যে আকবরের অনুবাদ-চর্চার মূল নিহিত এই মিলনের মধ্যে; হিন্দু দর্শন, সুফিয়ানা, জরথুস্ত্র-বাদ, জৈনধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন, বিচিত্র মতবাদ ও ধর্মাচরণের সমন্বয় সাধনের মধ্যে। বিভিন্ন ধর্মের মিলনের ধারণাই আকবরকে প্রেরণা দিয়েছিল *মহাভারত*, *রামায়ণ*, *হরিবংশ পুরাণ* ও *কথাসরিৎসাগরের* মতো সংস্কৃত মহাকাব্যের ফারসি অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞানের আদানপ্রদান ঘটাতে।

সংগ্রাহকের দৃষ্টিতে দেখলে, অনুবাদশালা সম্পর্কে এই সমস্ত তথ্যের উৎস ব্রিটিশ লাইব্রেরি-র মুঘল সংকলনে রক্ষিত নানা পণ্ডিতের রচনা, এবং ফিলাডেলফিয়া শহরের সাধারণ পাঠাগার। দ্বিতীয়টিতে পাওয়া যাবে *রজমনামা* (যুদ্ধের কাহিনি)-র বেশ কয়েকটি সচিত্র সংস্করণ। *মহাভারতের* ফারসি অনুবাদের এই নাম আকবরের দেওয়া। সংগ্রহশালার ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৫৯৮-৯৯ সনের মধ্যে এইসব অনুলিপি সম্পূর্ণ হয়েছিল। সচিত্র *রজমনামা*-তে আছে মুঘল অণুচিত্রের (miniature paintings) কিছু উল্লেখযোগ্য নমুনা — মুঘল চিত্রশিল্পী ধানু-কে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্টেলা ক্রামরিশ-এর বই *Painted Delight – Indian Paintings from Philadelphia Collections* (১৯৮৬)-তে এইসব চিত্র, বিশেষ করে গ্রন্থ-চিত্রণ, বিষয়ে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ইতিহাস অনুধাবন করতে গেলে এই অনূদিত রচনাবলির গুরুত্ব যে অপরিসীম সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পাশাপাশি, সংগ্রহশালা থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সাম্প্রতিক গবেষণা (স্টুয়ার্ট, ২০০১; ট্রুশকে, ২০১১, ২০১৫; নায়ার, ২০২০; উইলিস, ২০২২) *রজমনামার* আর এক দিকের ওপর আলোকপাত করে। অনূদিত গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং আবু আল-ফজল। এই পণ্ডিতদের গভীর গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি যে ফিলাডেলফিয়াতে রক্ষিত *রজমনামার* এই সচিত্র অনুলিপিগুলোতে আবু আল-ফজলের ভূমিকাটি পাওয়া যায়, যা অন্য বহু অনুলিপিতে নেই।

এর নানা ব্যাখ্যা হতে পারে — এক, এই ভূমিকা পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, বা এক বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ হয়েছিল, এক একটি সংগ্রহশালায় এক একটি আছে। তা ছাড়া, *রজমনামার* শেষ পৃষ্ঠাতে (colophon) আমরা পাই যাঁরা একত্রে সংস্কৃত *মহাভারত* ফারসিতে অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের নাম ও

অন্যান্য জরুরি তথ্য। আবু আল-ফজলের লেখা এই অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকা আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, তাতে আছে বৌদ্ধিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক আলোচনা। *মহাভারত* অনুবাদ বিষয়ে আকবরের সিদ্ধান্ত এবং তাঁর 'মহৎ আদেশ' (sublime decree)-এর কথা এখন সকলের জানা, কিন্তু সংগ্রহশালায় পাওয়া রচনার আরও গবেষণার প্রয়োজন। সামাজিক আদানপ্রদান আকবরের শাসন-নীতির কত বড় অংশ ছিল তা বোঝার জন্য আবু আল-ফজলের লেখা ভূমিকাটিও আবার পড়া প্রয়োজন। রচনাটি পড়লে নতুন করে বোঝা যায় যে অনুবাদ শুধু অপরিচিত গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য নয়, সামাজিক বিভাজনের প্রতিষেধক হিসেবেও তার ব্যবহার সম্ভব। পরের অংশে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে জানতে পারব।

একত্রে অনুবাদের কাজ এবং বিতর্ক

সংগ্রহশালায় পাওয়া *রজমনামার* শেষ পাতা থেকে বোঝা যায় অনুবাদকদের দলে ফারসি এবং সংস্কৃত পণ্ডিতরা উভয়েই ছিলেন। বিশেষ করে আরও জানা যায় যে গ্রন্থটি প্রথমে সংস্কৃত পণ্ডিতরা হিন্দিতে অনুবাদ করেন এবং তারপর ফারসি পণ্ডিতরা, যাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাকিব খান, হিন্দি রচনাটি ফারসিতে অনুবাদ করেন। সঙ্গের ছবি থেকে এও বোঝা যায় যে অনুবাদের এই কাজে অনেক সময় লেগেছিল, তা এগিয়েছিল বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে। *মহাভারতের* মতো এক বিশাল গ্রন্থ, যার বিভিন্ন পর্ব, অনুবাদ করতে একাগ্র ও কঠোর প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কোস্টলি এবং অন্যান্যরা (২০২২) এই অনুবাদকর্মের জটিলতা ও খুঁটিনাটি নিয়ে চর্চা করেছেন, তার নানা দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন, যেমন মূল গদ্য ইত্যাদির দিকে নজর দিয়েছেন — "the word Mahabharata is easy to use – as a title and label, it is quite another matter to understand what sort of manuscripts found their way to the Mughal court and were used to produce the Razmnamah…(কোস্টলি, ২০)।

১৫৮২ সনে আকবর *মহাভারত* অনুবাদ প্রসঙ্গে তাঁর ফরমান জারি করেন এবং গ্রন্থটি ফারসিতে অনুবাদের কাজ শেষ হয় ১৫৮৪ সনে। অর্থাৎ অনুবাদকদের দু'বছর লেগেছিল কাজটি শেষ করতে। অনেক পণ্ডিত ঐতিহাসিক নথি থেকে বদায়ুনির উক্তির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন হাজি সুলতান থানেসারি নামে আর একজন ফারসি পণ্ডিত *মহাভারতের* ফারসি অনুবাদের কাজ শুরু করেন এবং পরে নাকিব খান তা শেষ করেন। এই অনুবাদকার্যের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ভাল করে বুঝতে গেলে বদায়ুনির উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :

> "…having assembled the learned men of India, His Majesty directed that the book Mahabharata should be translated. For some nights His Majesty personally explained it to Naqib Khan. On the third night His Majesty summoned me, and ordered me to translate it, in collaboration with Naqib Khan. In three or four months, I translated two out of the eighteen chapters….Thereafter Mulla Shiri and Naqib Khan completed a section, and one section Sultan Haji of Thanesar brought to completion by himself. Shykh Fayzi was then appointed to write it in verse and prose…the direction was to establish exactitude in a minute manner so that nothing of the original should be lost…His Majesty named the work Razmnamah, and had it illustrated and transcribed in many copies…" (ওই, ২৭)

অনূদিত গ্রন্থটির ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে আবু আল-ফজল *রজমনামার* ভূমিকায় আরও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলছেন বইটিতে আছে "nearly one hundred thousand verses…the same learned men translated also into Persian the Ramayana, likewise the book of ancient Hindustan which contains the life of Ram Candra, but is full of interesting points in philosophy" (ওই, ২৮)। একটা আভাস পাওয়া যায় যে আকবরের এই বিশাল অনুবাদের কর্মযজ্ঞ শুধু একটি মহাকাব্য বা একটি দর্শন-গ্রন্থে সীমাবদ্ধ ছিল না। তা ছিল প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের সম্পূর্ণ বিচিত্র ব্যাপ্তিকে ফারসি সাহিত্যের পরিসরের মধ্যে গ্রহণ করার এক সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা।

অনূদিত এইসব রচনা ছিল খুব জনপ্রিয় এবং বহুল-প্রচারিত, কিন্তু বিভিন্ন অনুলিপির মধ্যে কিছু অমিল পাওয়া যায়। মনে হয় পরে কিছু প্রক্ষেপ এবং পরিমার্জনা হয়। কোস্টলি এবং অন্যান্যরা (২০২২) অনেক যত্নে সংগ্রহশালায় যে গবেষণা করেছেন তা থেকে জানা যায় যে একই পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অনুলিপির মধ্যে বিষয়বস্তুর পার্থক্য আছে। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রাখা *রজমনামার* একটি অনুলিপি সংক্ষিপ্ত এবং অপেক্ষাকৃত সরল ভাষায় লেখা ("couched in a simpler style"), অন্য একটিতে পাওয়া যায় *ভাগবত পুরাণ*, *মহাভারত* এবং *হরিবংশের* সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদ ("abridged prose translations of the Bhagabata Purana, the Mahabharata and the Harivamsa")। পরে আর একটি অনূদিত রচনা পাওয়া যায় যার মধ্যে আছে মুঘল শাহজাদা দারাশুকোর অনুবাদ করা *ভাগবতগীতার* অনুবাদ (২৯)। বোঝা যায় এই সমস্ত অনূদিত রচনা ছিল 'তরল' ("fluid nature") অর্থাৎ তাতে পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের অবকাশ ছিল। পুঁথির বিভিন্ন অনুলিপি প্রসঙ্গে ষোড়শ শতকের আর একটি অনুবাদের কথা আমাদের বলতে হবে — সেটি জয়পুরের রাজপ্রাসাদে রক্ষিত 'রাজকীয় অনুলিপি' বা "royal copy", যা বহু অণুচিত্রের দ্বারা সজ্জিত। কৌতূহলের বিষয় এই যে *তর্জমা-ই-মহাভারত*-এর আর একটি সংস্করণ আছে, যেটি নওল কিশোর প্রেস, লখনৌ থেকে প্রকাশিত। সৈয়দ রিজভির মতো পণ্ডিত তাঁর অতি বিখ্যাত বই *Religious and Intellectual History of Muslims in Akbar's Reign* (১৯৭৫)-এ এর উল্লেখ করেছেন।

অনুবাদ — দর্শন ও নিরাময়

আবু আল-ফজলের লেখা *রজমনামার* ভূমিকার কথায় আবার ফিরে আসা যাক। যাতে আছে প্রচুর কাব্যিক উক্তি ("numerous poetic quotes") (৩৭) — সেইসঙ্গে এই অনুবাদকর্মের পশ্চাৎপট এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য।

> "…Therefore the sublime decree went forth concerning the Mahabharata…that the learned ones of both [Muslims and Hindu] factions and the experts of language in both groups, by way of friendship and agreement, should sit down in one place, and should translate it into a popular expression, under the scrutiny of expert judges and just inspectors." (ওই, ৪১)

আবু আল-ফজলের রচনা থেকেই আমরা জানতে পারি একদল পণ্ডিত একত্রে এই অনুবাদের কাজ করেছিলেন। ছিলেন চতুর্ভুজ মিশ্র, শায়ক ভবন ও দেবী মিশ্রের মতো সংস্কৃত পণ্ডিতরা, যাঁরা সংস্কৃত থেকে হিন্দি অনুবাদের কাজ করেছিলেন; আরও ছিলেন নাকিব খান, ফায়জি ও অন্যান্য ফারসি

অনুবাদক, যাঁরা হিন্দি থেকে ফারসিতে অনুবাদ করেছিলেন। রিজভি ছাড়া আরও একজন গবেষক, কার্ল ডব্লিউ এর্নস্ট, তাঁর নিবন্ধে আবু আল-ফজলের লেখা ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই রচনা *Muslim Studies of Hinduism? A Reconsideration of Arabic and Persian Translation of Indian Languages*-এ তিনি প্রধানত নির্ভর করেছেন ১৯৭৯-৮১ সনে ইরানের তেহরানে প্রকাশিত *রজমনামার* 'তেহরান অনুলিপি'-র উপর। এইসব অনুবাদের প্রকৃত দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে গেলে এর্নস্ট-এর মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ :

> "Abu al Fazl was interested in the philosophical and religious content of the epic from the perspective of an enlightened intellectual whose cosmopolitan vision had moved him out of a strictly defined Islamic theological perspective. But I think it is fair to say that this intellectual project was thoroughly subordinated to the political aim of making Akbar's authority supreme over all possible rivals in India, including all religious authorities. The translation of the Sanskrit epics was not an academic enterprise comparable to the modern study of religion; it was instead a part of an imperial effort to bring both Indic and Persianate culture into the service of Akbar." (৬৪)

ফজলের এই ভূমিকাকে বলা যেতে পারে এক অক্ষয় কীর্তি (*tour de force*)। ভূমিকাটি একাধিক অংশে বিভক্ত। গোড়ার দিকে তিনি নিতান্ত নম্র ও বিনীত, নিজেকে তুলনা করছেন ধূলিকণা ("speck of dust")-র সঙ্গে (১২৩), বলছেন এই ভূমিকা লেখার যোগ্যতা তাঁর নেই। কিন্তু এই বিনয়ের পেছনে আছে এক গভীর দার্শনিক চিন্তা, তিনি বলতে চাইছেন আত্মদর্শী এবং নিগূঢ় বা বৌদ্ধিক ভাবনাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অতীন্দ্রিয়বাদীরা, ফজলের ভাষায়, 'ওষধি-উদ্যানের সাধু' ("herb garden morals"); যাঁরা 'আত্মার দ্বার খুলে দেন' ("open the secrets of the soul"), যাঁরা 'ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত' ("God's elect"), যাঁরা নীরবতাকে শ্রেয় মনে করেন। তবে ফজলের ভূমিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যুক্তিসম্মত বিচার সম্পর্কে তাঁর অখণ্ড ও গভীর পক্ষপাত। আমির খুসরু, ফারিয়াবি, ফিরদৌসী, আনোয়ারি, নিজামি, আজরকি, হারাবি প্রমুখের রচনা থেকে প্রচুর কাব্যিক উদ্ধৃতি তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্যের আধার হল :

> "the polarity between taqlid (adherence to derived authority or imitation) and tahqiq (critical enquiry or verification through analysis) …. the great change that has come about in his time thanks to Akbar is that the 'absolute dominion of imitation' (*bayt al tasallut-i-taqlid*) which…. was demolished and became the seat of the caliphate of critical inquiry…" (১২৫)

ফজলের প্রধান যুক্তি এই যে, *রজমনামা* অনুবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত মতবাদের উপর নির্বিচার নির্ভরশীলতা দূর করা। অনুবাদের কাজের মধ্যে দিয়ে আকবর নিয়ে এলেন যুক্তি-বিচারের এক নতুন ধারা। এখানে ফজল ভক্তিভরে আকবরকে বলছেন 'উদীয়মান সূর্য' ("rising sun"), 'যুক্তি-প্রভাতের আলোক' ("light of the morning of discernment") — 'অন্ধভক্তির (taqlid) অন্ধকার রাতের' ("dark night of blind imitation") পর যাঁর আবির্ভাব (ওই, ১৩৮)।

নতুন আলোর এই উদয়, বা বিচারমার্গের এই নতুন ধারার আগমন, সম্ভব হল আকবরের অনুবাদ প্রকল্পের কারণে। এই প্রসঙ্গে আবু আল-ফজল খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন, নিরাময়ের উপমা টেনে এনেছেন — আকবরকে বলছেন 'চিত্তের দীর্ঘস্থায়ী অসুখের নিরাময়ক' ("the healer of chronic illness of the soul") (ওই, ১৩৮)। চিকিৎসা-জগতের এই উপমা তিনি *আইন-ই-আকবরী*-তেও ব্যবহার করেছেন। আমরা বলতে পারি *রজমনামার* মতো সাংস্কৃতিক অনুবাদের কাজ এক অর্থে নিরাময়, চিকিৎসা; কারণ হিন্দু-মুসলমানের বিবাদে তা ওষুধের মতো কাজ করে :

> "The squabbling sects of the Muslim community (Millat-I Muhammadi) and the groups of the Hindus increased, and their refutation of each other grew beyond bounds, his [Akbar's] subtle mind resolved that the revered books of both groups should be translated into the tongue of the other. Thus both factions, by the blessing of the holy words of His Excellence, the perfect one of the Age [Akbar], holding back from excessive fault finding and obstinacy, should become seekers of God. Having become each other's virtues and vices, they should make laudable efforts to rectify their own states." (উইলিস, কোস্টলি ও সিং, ১৩৯)

আবু আল-ফজল কী বলতে চাইছেন তা এখন স্পষ্ট। ফারসি ভাষায় অনুবাদের পেছনে আকবরের উদ্দেশ্য এবং নীতি হল ধর্মান্ধতার বিষের প্রতিষেধক সন্ধান (১৩৯)। আজকের পৃথিবীতে ধর্মান্ধতা-জনিত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, এও পরিষ্কার যে যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে এই সমস্যা চলে এসেছে। *রজমনামা* অনুবাদের এই উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মৌলবাদীরা আসলে অন্ধ-অনুকরণে বিশ্বাসী ("followers of blind imitation") — যুক্তিবাদী জ্ঞানচর্চার দ্বারাই এর সংশোধন সম্ভব, এবং তার জন্য পরস্পরকে জানা প্রয়োজন। একমাত্র অনুবাদই পারে হিন্দু ও মুসলমানের মতো দুই গোষ্ঠীর মধ্যেকার প্রাথমিক দূরত্বের সেতুবন্ধন করতে। *রজমনামা* প্রকাশের ছ'শো বছর পরেও আমরা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বহু বিপজ্জনক উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি। বুঝতে পারছি যে অন্যপক্ষের সাহিত্যের ভুবন এখনও আমাদের পুরোপুরি জানা হয়ে ওঠেনি। *রজমনামা* অনুবাদ-প্রকল্পের দিকে আবার ফিরে তাকালে হয়তো আমরা নতুন দিশা পাব, হয়তো আজকের সাম্প্রদায়িক হিংসা আর জাতিগত দ্বন্দ্বের জগতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেকার কথোপকথন সত্যি করে আরম্ভ করতে পারব।

তথ্যসূত্র

উইলিস, মাইকেল, সম্পা., Translation and State : *The Mahabharata at the Mughal Court*, Berlin, De Gruyter, 2022

কোস্টলি ও অন্যান্যরা, Translation and State, in Willis, Michael, ed,. Translation and State : *The Mahabharata at the Mughal Court*, Berlin, De Gruyter, 2022

নায়ার, শঙ্কর, *Translating Wisdom Hindu-Muslim Intellectual Interactions in Modern South Asia*, University of California Press, 2020

রিজভি, সৈয়দ, এ. এ., *Religious and Intellectual History of the Muslims in Akbar's Reign, with special reference to Abu al Fazl*, 1556-1605, Munshiram Manoharlal, 1975

স্টুয়ার্ট, টনি কে., “In Search of Equivalence : Conceiving Muslim-Hindu Encounter through Translation Theory”, History of Religions, University of Chicago Press, 2001

ট্রুশকে, অড্রে, “The Mughal Book of War : A Persian Translation of the Sanskrit Mahabharata”, *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol 31, No 2*, 2011

ট্রুশকে, অড্রে, *Culture of Encounters : Sanskrit at the Mughal Court*, Columbia University Press, 2015

অনিন্দ্যশেখর পুরকায়স্থ : প্রাবন্ধিক, কলকাতার ‘ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ (ILSR)’-এর সঙ্গে যুক্ত।

লেখক মূল প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ইংরেজিতে। সেটি বাংলায় তরজমা করেছেন *অন্যলেখ* পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক **সৌমী সেন**।